১ জুলাই ২০১৪

ষান্মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-জুন ২০১৪

প্রতি মাসে গড়ে ১৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

হেফাজতে নির্যাতন ও অমানবিক এবং মর্যাদাহানিকর আচরণ

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ

ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩২ জন নিহত

উপজেলা নির্বাচন ২০১৪

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের উপনির্বাচন

মিরপুরে উর্দুভাষীদের ক্যাম্পে হামলা

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা

সভা-সমাবেশে হামলা ও নিষেধাজ্ঞা

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

সংগঠন ও মত প্রকাশের ব্যাপারে সরকারের নেতিবাচক মনোভাব

বাংলাদেশ-ভারত ও মিয়ানমার সম্পর্ক

শ্রমিকের অধিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। জনগণের সেই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা না গেলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ব্যক্তির যে-মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়, প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে

পারে না এবং যে সব নাগরিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচারবিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না- সেই সব অলঙ্ঘনীয় অধিকার অতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার সেই সব অধিকার ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ ও নাগরিক হিসেবে এই সব অধিকার ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং সেই সব অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'র অধিকার রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না, বরং ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই অধিকার জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মুখে থেকেও জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

প্রতি মাসে গড়ে ১৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

১. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে,আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবী জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান। দায়িত্বশীল পদে থেকে সরকারের মন্ত্রীরাও বিভিন্ন সময়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন দিয়ে বক্তৃতা করছেন। গত ৮ মার্চ ঢাকা মহানগরের বিয়াম অডিটোরিয়ামে বিবিসি-বাংলাদেশ সংলাপে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বলেন "যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে,আন্দোলনের নামে গাড়ী পোড়ায়,মানুষের হাত-পায়ের রগ কাটে তাদের যদি ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হয় সেটা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নয়"।[১]

২. ৬ জানুয়ারি ২০০৯ সালে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৮৭০ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ থাকলেও তদন্ত সাপেক্ষে দোষী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে সরকারের সমর্থন রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী ২০১৪ সালের জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ১০৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ১৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

[১]আমাদের সময় ৯ মার্চ ২০১৪

নিচে এই ১০৮ জনকে হত্যাকাণ্ডের ধরণ উল্লেখ করা হলো:

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ

৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১০৮ জনের মধ্যে ৬৬ জন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৩৯ জন, র‍্যাবের হাতে ১৪ জন, আটজন যৌথ বাহিনী, দুইজন র‍্যাব-বিজিবি'র হাতে ও তিনজন কোস্টগার্ডের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

৫. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে সাতজন নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ছয়জন এবং র‍্যাবের হাতে একজন নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যু

৬. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে ৩০ জন গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের গুলিতে ২০ জন, র‍্যাবের গুলিতে চারজন, বিজিবি'র গুলিতে দুইজন, যৌথ বাহিনীর গুলিতে তিনজন এবং একজন সেনা সদস্যের হাতে নিহত হয়েছেন।

পিটিয়ে মৃত্যু

৭. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে চারজন বিজিবি'র হাতে ও একজন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয়

৮. নিহত ১০৮ জনের মধ্যে ১২ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী, তিনজন আওয়ামীলীগ কর্মী, ২১ জন জামায়াত-শিবির কর্মী, তিনজন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) এর সদস্য, দুইজন সর্বহারা পার্টির সদস্য, একজন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির কর্মী, একজন নিউ বিপ্লবি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, দুইজন আওয়ামীলীগ সমর্থিত উপজেলা নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী, একজন আওয়ামীলীগ সমর্থিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্ট, একজন বিএনপি'র বিদ্রোহী প্রার্থীর স্ত্রী, একজন জেএমবি'র সদস্য, দুইজন ব্যবসায়ী, একজন পোশাক শ্রমিক, একজন ওয়েল্ডিং শ্রমিক, একজন দিনমজুর, একজন রাজমিস্ত্রী, একজন ছাত্র, একজন ড্রাইভার, একজন ঠিকাদার ও তাঁর একজন সহকারী, একজন সাংবাদিক, একজন চা বিক্রেতা, একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, একজনের পেশা জানা যায়নি এবং ৪৬ জন কথিত অপরাধী।

৯. নীলফামারী জেলা সদরের রামগঞ্জ বাজারে তৎকালিন সংসদ সদস্য ও বর্তমান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ হামলার ঘটনার[২] অন্যতম আসামী ছাত্রদল নেতা আতিকুর রহমানের (২৬) এর লাশ গত ২০ জানুয়ারি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বাইপাস সড়কের নাড়িয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। আতিকুরের বড় ভাই আমিনুল ইসলাম বলেন, "আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে হামলার ঘটনার পর থেকে আতিকুর পলাতক ছিল। ১৩ জানুয়ারি রাতে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা সদরের শাফিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের একটি বাড়ি থেকে আতিকুর ও একই গ্রামের মহিদুলকে (২৬) গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা গ্রেফতার করে বলে জানতে পারেন। কিন্তু থানা পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও তাঁরা আতিকুরএর অবস্থান জানতে পারেননি"।[৩] এর ২দিন আগে গত ১৮ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে হামলার অন্যতম আসামী নীলফামারী জেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়ন বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর লাশ উদ্ধার করে নীলফামারী থানার পুলিশ। গোলাম রাব্বানীর আত্মীয়রা অভিযোগ করেন, র‍্যাব রব্বানীকে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং কয়েক দিন পর তাঁর লাশ পাওয়া যায়।[৪]

১০. গত ২৭ জানুয়ারি ভোরে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আজহারুল ইসলাম (২৮) যৌথবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। গত ২৬ জানুয়ারি আজহারুল ইসলামকে ঘোনা এলাকার একটি চিংড়িঘের থেকে আটক করে যৌথবাহিনী। আজহারুল ইসলামের স্ত্রী কামিনী পারভিন চম্পা জানান, তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর শ্বাশুড়ী ও শিশু সন্তান নিয়ে সকাল থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত তালা থানার গেটে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। রাত আনুমানিক ১২টায় তাঁদেরকে থানার গেট থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তিনি জানতে পারেন যে,এর কিছুক্ষণ পর ৭-৮ টা পুলিশের গাড়ি থানার সামনে আসে এবং তাঁর স্বামীকে নিয়ে চলে যায় ও ভোর রাতে মাগুড়া খেয়াঘাট এলাকায় তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।[৫]

১১. গত ৩ মার্চ ২০১৪ সকাল আনুমানিক ১১ টায় ঢাকার কদমতলী থানার ১৩১ নম্বর নতুন জুরাইন এলাকায় নিজ বাড়িতে র‍্যাবের কথিত ক্রসফায়ারে নিহত হন ঠিকাদার মোহাম্মদ ওয়াসিম ও তাঁর সহকারী সংগ্রাম চৌধুরী। নিহতদের পরিবারের অভিযোগ বাড়ি থেকে ধরে তাঁদের সামনেই র‍্যাব সদস্যরা ওয়াসিম ও সংগ্রামকে গুলি করে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয় তাঁদেরই কয়েকজন কর্মচারিকে আটক করে পিটিয়ে ওয়াসিম ও সংগ্রাম তাঁদেরকে অপহরণ করেছিল বলে র‍্যাব মিথ্যা বক্তব্য আদায় করে বলে অভিযোগ করেন ওয়াসিমের স্ত্রী সোনিয়া বেগম ও সংগ্রামের স্ত্রী সালমা চৌধুরী।[৬]

১২. গত ৭ মে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় পুলিশের গুলিতে কুশলিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম নিহত হন। কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম

---

[২] গত ১৪ ডিসেম্বর নীলফামারীতে তৎকালিন সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহর রামগঞ্জ ব্রিজের সামনে জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের কেটে দেয়া রাস্তায় আটকে যায়। এ সময় পুলিশ, আওয়ামীলীগ ও জামায়াত-শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ৪ জন আওয়ামীলীগের কর্মী ও একজন জামায়াতের কর্মী নিহত হন।

[৩] দৈনিক প্রথম আলো, ২১/০১/২০১৪

[৪] দৈনিক প্রথম আলো, ২১/০১/২০১৪

[৫] দৈনিক মানবজমিন, ২৮/০১/২০১৪

[৬]অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

রহমান দাবি করেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পারেন একদল দুর্বৃত্ত ভদ্রখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নাশকতার উদ্দেশ্যে গোপন সভা করছে। এই সংবাদ পেয়ে তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সেখানে গেলে তাঁদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আশরাফুল নিহত হন। কিন্তু নিহত আশরাফুলের স্ত্রী পাপিয়া খাতুন এর অভিযোগ, গত ৬ মে রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটায় পুলিশ তাঁর স্বামী আশরাফুল ইসলামকে তাঁদের গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে ভদ্রখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে আশরাফুলকে গুলি করে হত্যা করে।[৭]

১৩. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কোন ব্যক্তি অপরাধী কিনা তা নির্ণয় করে শাস্তি দেবে আদালত। অথচ দেখা যাচ্ছে র‍্যাব এবং পুলিশের একদল সদস্য বিভিন্ন ভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে অথবা নির্দেশিত হয়ে এই ধরনের হত্যাকান্ডগুলো ঘটাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। *অধিকার* অবিলম্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

হেফাজতে নির্যাতন, মর্যাদা হানিকর ও অমানবিক আচরণ

১৪. বাংলাদেশে হেফাজতে নির্যাতন ঘটেই চলছে। যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন চরম আশঙ্কা থেকেই যায় যে, সেই ব্যক্তিটি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হবেন। গত ১৯ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে।

১৫. গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দিবাগত রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার চক্রদা ইউনিয়নের বারোইগাঁও গ্রামের সুলতান উদ্দিনের পুত্র মোহাম্মদ মহসিন (২৭) কে একটি ডাকাতি মামলায় সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেফতার করে শিবপুর থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর তিন দিন থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি রুমে মহসিনকে আটকে রেখে নির্যাতন করে হত্যার পর মহসিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ প্রচার করে বলে মহসিনের পরিবার অভিযোগ করেছে।[৮]

১৬. র‍্যাব-১৪ এর ভৈরব ক্যাম্পের প্রধান মেজর এ.জেড.এম সাকিব সিদ্দিকি'র বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শাহানূর আলম নামে এক ব্যক্তিকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। গত ২০ মে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে নিহত শাহানূর আলমের ছোট ভাই মেহেদী হাসান বলেন, গত ২৯ এপ্রিল দুপুরে তাঁর ভাইকে র‍্যাব-১৪ এর সদস্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বগডহর গ্রাম থেকে আটক করে ভৈরব ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ওইদিন রাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন কোমর, পায়ের তলায়, কনুইয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। গত ৩০ এপ্রিল নবীনগর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা আবু তাহেরকে থানায় ডেকে নিয়ে বাদী সাজিয়ে জোর করে শাহনূরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় র‍্যাব। পরে শাহানূরকে আদালতে পাঠানো হলে আদালত

[৭] প্রথম আলো, ৮ মে ২০১৪

[৮] অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

তাঁকে জেল হাজতে পাঠায়। জেলে শাহানূর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে এবং পরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ৬ মে বিকেলে শাহনূর আলম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মেহেদী হাসান অভিযোগ করেন, নজরুল নামে স্থানীয় একজন আদম ব্যবসায়ী র‍্যাব-১৪ এর ঐ কর্মকর্তাকে দিয়ে তাঁর ভাইকে হত্যা করিয়েছে।[৯] গত ১ জুন মেহেদী হাসান বাদি হয়ে র‍্যাব-১৪ এর ভৈরব ক্যাম্পের প্রধান মেজর এ জেডএম সাকিব সিদ্দিক ও উপ-পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হকের নাম উল্লেখ করে এবং অন্য ৯ র‍্যাব সদস্যকে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। ৪ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম নাজমুন নাহার নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুপক কুমার সাহাকে মামলাটি গ্রহনের নির্দেশ দেন। ৫ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাক আহমেদ সাহ্‌দানী জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম নাজমুন নাহারকে আমলী আদালত থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন এবং এই নির্দেশ ৮ জুন থেকে কার্যকর হয়।[১০] গত ৮ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের হাকিম মোহাম্মদ কাওসার এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করে তদন্ত সাপেক্ষে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মামলা নেয়ার নির্দেশ দেন।[১১]

১৭. গত ১৪ জুন মাদারীপুর জেলার কালকিনির ডাসার থানা পুলিশের নির্যাতনে শাহিন মোল্লা (২২) নামে এক যুবক মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৮ জুন রাত আনুমানিক সাড়ে আটটায় গৌরনদীর মেদাকুলের নাইয়ারবাড়ি সেতুর ওপর থেকে শাহিন এবং তাঁর বন্ধু মুকিত ও শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করেন ডাসার থানার এসআই নাজমুল হাসান। নিহত শাহিন মোল্লার খালা সেলিমা বেগম অভিযোগ করেন, এসআই নাজমুল হাসান আটক ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের সোর্স নজরুল ইসলামের মাধ্যমে আটককৃতদের অভিভাবকদের খবর দেন। খবর পেয়ে অভিভাবকরা থানায় উপস্থিত হলে এসআই নাজমুল ওই তিনজনকে ছেড়ে দিতে এক এক জনের কাছ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা করে ঘুষ দাবি করেন। রাতেই মুকিত ও শাহআলমের পরিবারের লোকজন এসআই নাজমুলকে সত্তুর হাজার টাকা করে ঘুষ দিয়ে দুজনকে ছাড়িয়ে নেন। এই সময় সেলিমা বেগম তাঁর ভাগ্নে শাহিনকে ছাড়ানোর জন্য বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে রাজি হন। কিন্তু এসআই নাজমুল পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে শাহিনকে ছাড়তে পারবেননা বলে জানিয়ে দেন। ৯ জুন সকালে সেলিমা বেগম আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে এসআই নাজমুলের কাছে গেলে নাজমুল তাকে জানান, শাহিনের নামে মামলা হয়ে গেছে তাই তাকে ছাড়া যাবেনা। ওই দিনই শাহিনকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। ১০ জুন শাহিনের সঙ্গে কারাগেটে সেলিমা বেগম দেখা করলে শাহিন তাঁকে জানান, ঘুষের টাকা না দেয়ায় থানা হাজতে এসআই নাজমুলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সদস্য তাঁর

[৯] যুগান্তর, ২১ মে ২০১৪

[১০] মানবজমিন, ৬ জুন ২০১৪

[১১] প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০১৪

ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে। গত ১৪ জুন শাহিন মাদারীপুর কারাগারে গুরতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই শাহিন মারা যান।[১২]

মর্যাদা হানিকর ও অমানবিক আচরণ

যুবদল কর্মীকে গুলি করার ফলশ্রুতিতে অঙ্গহানী ও আদালতে সোপর্দ না করে ৪ মাস ২২ দিন আটক রাখার অভিযোগ

১৮. গত ৭ জানুয়ারি ২০১৪ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার সাগরিকা চৌরাস্তা মোড় এলাকায় অবস্থিত নিজের হার্ডওয়ারের দোকানের সামনে থেকেই ৪/৫ জন সাদা পোশাকের লোক পুলিশ পরিচয় দিয়ে যুবদল কর্মী মোহাম্মদ আরাফাতকে ঘিরে ফেলে এবং একটি প্রাইভেটকারে তুলে পাহাড়তলী থানায় নিয়ে যায়। এরপর আরাফাতকে দুচোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে চট্টগ্রামের সাগরিকা সমুদ্র পাড়ে আনা হয় এবং তিনি ছাত্র শিবিরের লোক কিনা জিজ্ঞেস করা হয় এবং শিবির নেতাদের খোঁজ জানতে চাওয়া হয়। আরাফাত ছাত্র শিবিরের কেউ নন; তিনি যুবদল কর্মী বলে দাবি করলে তারা তাঁর পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। এরপর তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনে চোখ ও মুখের বাঁধন খুলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হয় ও পরবর্তীতে তাঁকে ২৬ নং ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। ৭ জানুয়ারি ২০১৪ আরাফাতের পায়ে অস্ত্রপচার করা হয়। কিন্তু ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হওয়ায় ১২ জানুয়ারি ২০১৪ পুনরায় অস্ত্রপচারের মাধ্যমে আরাফাতের বাম পা হাঁটুর দু-ইঞ্চি নিচ থেকে কেটে ফেলা হয়। ৭ জানুয়ারি ২০১৪ রাতেই পাহাড়তলী থানার উপ-পরিদর্শক আবু ছাদেক বাদি হয়ে আরাফাতসহ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা দায়ের করেন। গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করার আইন থাকলেও আরাফাতকে আদালতে না পাঠিয়ে তাঁকে ৪ মাস ২২ দিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে আটকিয়ে রাখে। আরাফাতের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলায় গত ১৩ মার্চ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা পাহাড়তলী থানার উপ-পরিদর্শক তৈয়ব আলী অভিযোগপত্র দিলেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। মামলার নথিতে আরাফাত চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। অভিযুক্ত অন্য ১২ জন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পেলেও আরাফাতকে গ্রেপ্তার না দেখানোয় আইনী জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে আরাফাতের আইনজীবীরা আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন করতে পারেননি। গত ৬ মে ২০১৪ আরাফাতের আইনজীবীরা এসব ঘটনা আদালতে উপস্থাপন করলে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ এসএম মুজিবুর রহমান ১৪ মে আরাফাতকে আদালতে সোপর্দ করার জন্য পাহাড়তলী থানাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ১৪ মে হরতালের কারণে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ১৯ মে আরাফাতকে মহানগর দায়রা জজ এসএম মুজিবুর রহমানের আদালতে হাজির করা হলে আদালত পাহাড়তলী থানার উপ-পরিদর্শক তৈয়ব আলীকে ভর্ৎসনা করেন এবং কারা

[১২] প্রথম আলো ১৬ জুন ২০১৪

হেফাজতে চিকিৎসা দেয়ার নির্দেশ দেন। গত ২০ মে আরাফাত দুটি মামলায় জামিন পেয়ে কারাগার থেকে ছাড়া পান।

১৯. হেফাজতে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। এই সনদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন বা দুর্ভোগ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা আছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২০. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারেরর 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

২১. *অধিকার* ২০০৩ সালে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্টের দেয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

জেল হেফাজতে মৃত্যু

২২. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ২৬ জন জেল হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৩ জন অসুস্থতাজনিত কারণে মারা গেছেন ও তিনজন আত্মহত্যা করেছেন।

গণপিটুনীতে মৃত্যু

২৩. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৬৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

২৪. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকেই মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বলে *অধিকার* মনে করে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৫. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ২৮ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৬. গত ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে দেশে অনেক গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা এখনো অব্যাহত আছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিম পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। বহুদিন ধরে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকার রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর অনেক সদস্য বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই ধরনের ঘটনা আইন শৃঙ্খলার অবনতির দিক থেকে একটি বিপজ্জনক লক্ষণ। অতীতে গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও অপরাধী আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

২৭. গত ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম এবং এডভোকেট চন্দন কুমার সরকারসহ ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর গত ২৯ এপ্রিল হত্যা করে নদীতে ফেলা দেয়ার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাঈদ, মেজর আরিফ হোসেন ও লে. কমান্ডার এমএম রানা জড়িত বলে নিহত নজরুলের শ্বশুর শহীদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নূর হোসেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার ছেলে সাজেদুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে দীপু চৌধুরীর সহযোগিতায় ছয় কোটি টাকার বিনিময়ে র‍্যাবের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে শহীদুল ইসলাম অভিযোগ করেন।[১৩] উল্লেখ্য, র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাঈদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার মেয়ের স্বামী। গত ১১ মে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মির্জা খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সাবেক তিন কর্মকর্তাকে গ্রেফতারে নির্দেশ দেয়। উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশের পর ১৭ মে ২০১৪ ঢাকা সেনানিবাস এলাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ র‍্যাব-১১ এর সাবেক অধিনায়ক তারেক সাঈদ মোহাম্মদ, সাবেক মেজর আরিফ হোসেন এবং ১৮ মে ২০১৪ ঢাকার সেনানিবাস এলাকা থেকে সাবেক লে. কমান্ডার এসএম রানাকে ৫৪[১৪] ধারায় গ্রেফতার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করে। ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পর তাদের তিনজনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে।[১৫] এদিকে গত ১৪ জুন ২০১৪ রাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতার বাগুইহাটির কৈখালির ইন্দ্রপ্রস্থ এপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় পুলিশ নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কুড়িপাড়া এলাকার ওয়াহিদুজ্জামান সেলিম ও ফতুল্লার

[১৩] যুগান্তর, ৬ মে ২০১৪

[১৪] বিনা পরোয়ানায় পুলিশের গ্রেফতারের এখতিয়ার।

[১৫] অধিকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য

খান সুমনসহ নূর হোসেনকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তারা ভারতের দমদম কারাগারে রয়েছে।[১৬] গত ৩০ জুন নারায়ণগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এইচএম শফিকুল ইসলাম র‍্যাব-১১ এর সাবেক অধিনায়ক লে.কর্নেল তারেক সাঈদ মোহাম্মদ, সাবেক মেজর আরিফ হোসেন এবং সাবেক লে. কমান্ডার এসএম রানাকে ৫৪ ধারার মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে আগামী ২০ আগস্ট সাত খুনের ঘটনায় দায়েরকৃত দুটি মামলায় পরবর্তী হাজিরার তারিখ ধার্য করেন।[১৭]

২৮. গত ৮ মে কুমিল্লার লাকসামে এক সংবাদ সম্মেলন করে গুম হওয়া লাকসাম পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজের স্ত্রী শাহনাজ পারভীন অভিযোগ করেন, সাবেক সংসদ সদস্য লাকসাম বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম হিরু এবং হুমায়ুন কবির পারভেজকে র‍্যাব-১১ এর সাবেক অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাইদ গুম করেছেন। ২০১৩ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত এই দুইজনের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।[১৮]

২৯. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুমের বিষয়ে *অধিকার* গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গুম করে হত্যা করার অভিযোগ এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রীর পরিবার জড়িত থাকার অভিযোগ বাংলাদেশে অসুস্থ রাজনীতি ও সেইসঙ্গে র‍্যাব ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যেকার দুর্নীতি ও দায়মুক্তির বিষয়টিকেই প্রকট করে তুলেছে। এইসব বাহিনীর একদল সদস্য রাষ্ট্রীয় পোষকতায় ক্রমশ: সাংবিধানিক ও আইনী সীমা লংঘন করে দুঃসাহসী হয়ে উঠে ভাড়াটে খুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩০. *অধিকার* নিখোঁজ ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার এবং এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩২ জন নিহত

৩১. বহুদিন ধরেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এদেশের তরুণ সমাজের অনেকের আর্থিক অসঙ্গতির সুযোগে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে ব্যবহার করছে এবং তরুণদের তাদের দেশ ও সমাজের জন্য সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। বাস্তবতা হলো, যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের নেতা কর্মীরা চরমভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত নির্বাচন এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী, যা দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে এবং রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়ন বন্ধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।

৩২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩২ জন নিহত এবং ৫২২৪ জন আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ১৬৩ টি এবং বিএনপির ১৩ টি

[১৬] যুগান্তর, ২৩ জুন ২০১৪
[১৭] অধিকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য

[১৮] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৪

ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৮ জন নিহত ও ১৬২১ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে দুইজন নিহত ও ১২৯ জন আহত হয়েছেন। রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলোর মধ্যেকার কিছু ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

৩৩. গত ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া ৯৭ জন ছাত্রকে এসএম হল থেকে বের করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতারা। ঐ ছাত্ররা নিজেদের ছাত্রলীগের কর্মী বলে প্রমাণ করতে না পারলে তাদের আর হলে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে জানায় ঐ নেতারা।[১৯]

৩৪. গত ৬ মার্চ নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা কবিরহাট থানায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। কবিরহাট পৌর আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি মোছলেম উদ্দিনের দুই ভাই বখতিয়ার হোসেন ও মনির হোসেনকে থানায় নেয়ার পর তাদের ছাড়াতে গত ৫ মার্চ মাঝরাতে থানায় যান পৌর মেয়র এবং কবিরহাট উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হক। এইসময় তাঁর সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাকবিতণ্ডা হয়। এরপরই আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা কবিরহাট থানায় হামলা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে পুলিশ শটগান থেকে গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় তিনজন পুলিশ এবং চারজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়।[২০]

৩৫. গত ৯ এপ্রিল সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার চর ধুলগাগড়াখালী গ্রামে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আলমগীর হোসেন (৩০) নামে একজন জামায়াত কর্মী নিহত ও ১০ জন আহত হন।[২১]

৩৬. গত ১৩ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় ধর্মঘর দিঘির ইজারা দেয়াকে কেন্দ্র করে ধর্মঘর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে ধর্মঘর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাউল রব পলাশের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধসহ ৩০ জন আহত হন। গুলিবিদ্ধ কলেজ ছাত্র সোহেল মিয়া (১৭) ও কালা মিয়া (৫৫) পরে হাসপাতালে মারা যান।[২২]

৩৭. গত ৮ মে রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে ফরহাদ হোসেন নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে তাঁর পরিবারের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। ফরহাদের পরিবার বিষয়টি পুলিশকে জানালে মুক্তিপনের টাকা দেয়ার নামে ফাঁদ পেতে ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাসহ সাতজনকে পুলিশ টিএসসি থেকে আটক করে এবং ফরহাদ হোসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে উদ্ধার করে। আটককৃতরা হলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-ক্রীড়া সম্পাদক সৃজন ঘোষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তানভীরুল ইসলাম, জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি অনুপম চন্দ্র, মুহসীন হল শাখা

[১৯] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[২০] প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৪ ও অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ছাত্রলীগের ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লা আল মামুন, জসীমউদ্দিন হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক বাপ্পী, ছাত্রলীগ কর্মী হিমেল ও আরফান পাটোয়ারী।[২৩]এই ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়।

৫ জানুয়ারি'র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতা ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের গুরুত্ব

৩৮.গত ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদের বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে প্রধান বিরোধীদল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উত্থাপিত প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করে ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি পাশ করে। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমান ২০১১ সালের ৩ জুলাই এই বিলটিতে সম্মতি দেয়ায় তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং এর ফলে নির্বাচনগুলো দলীয় সরকারের অধীনেই হতে হবে বলে সংবিধানে লিপিবিদ্ধ হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হওয়ায় তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ ১৮ দলীয় জোট এবং গণতান্ত্রিক বাম মোর্চাসহ দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে ও নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দেয়। এতে করে নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার ৩৯ জন ভোটার কোনরকম ভোটাধিকার প্রয়োগেরই সুযোগ পাননি। (বাকি ভোটারের মধ্যে মাত্র ১২ থেকে ১৫ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন বলে তথ্য প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্রিকা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা।)[২৪] এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেছেন। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ৩১টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন এবং নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্বাচন বর্জন করেন।[২৫] একইসঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক জালভোটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩৮টি কেন্দ্রে কোন ভোট না পড়ার রেকর্ডও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে নামমাত্র ভোটার ভোট দিয়েছেন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে এবং তার অতীতের জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের আসনে বসলেও আবার সরকারের মন্ত্রীত্বও গ্রহণ করে। একই দলের সরকার ও বিরোধীদলে অবস্থান গ্রহন এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ফলে জাতীয় সংসদে কার্যকরী কোন বিরোধী দল না থাকায় গণতন্ত্রের জন্য এক উদ্বেগজনক অবস্থা তৈরী হয়েছে। সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন না হওয়ার কারণে *অধিকারও* সরাসরি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় *অধিকার এর* মানবাধিকার

[২৩] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৪

[২৪] নিউ এজ ৭/১/২০১৪, দি ডেইলি স্টার ৯/১/২০১৪

[২৫] দৈনিক সমকাল, ০৬/০১/২০১৪

কর্মী ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীদের মাধ্যমে ৫ জানুয়ারি'র নির্বাচন পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের তথ্য সংগ্রহ করে *অধিকার*।

৩৯. গত ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তৎকালীন প্রধান বিরোধীদলীয় জোট বিএনপি নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দেয়ায় সহিংসতা শুরু হয় বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরপরই বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট লাগাতার অবরোধ ও হরতালের ডাক দেয়। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে দুবৃর্ত্তদের ককটেল ও পেট্রোল বোমা হামলায় ২১ জন নিহত এবং ৬৫ জন আহত হন। সারা দেশে নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান চলাকালে অনেক সাধারণ মানুষ গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে সহিংসতা শুরু হয় নির্বাচনের আগের রাত থেকেই। এদিন বেশ কিছু ভোটকেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে। অব্যাহত সহিংসতায় ৮টি আসনের ৩৯২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য হয়।[২৬]

৪০. গত ৪ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোলানী ছেপড়িকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার জোবায়তুল হক (৫৫) নির্বাচন বিরোধীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে মারা যান।[২৭]

৪১. গত ৫ জানুয়ারি পাবনা-১ (বেড়া-সাথিয়া) আসনে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা কেন্দ্রে তৎকালিন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর ছেলে আশিক আল শামস ও তাঁর এপিএস আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ৪৭৫টি ভোট ও শহীদনগর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৩৮টি ভোট ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেন। কেন্দ্র দুটির প্রিজাইডিং অফিসার যথাক্রমে আতিকুর রহমান ও সাখাওয়াত হোসেন সেখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিত ভাবে এই ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। [২৮]

৪২. নির্বাচনের দিন ভোর আনুমানিক ৬টায় শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের শ্রীবরদী উপজেলার গড়জরিপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে দুর্বৃত্তরা পেট্রলবোমা ও ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে ব্যালট পেপারসহ ভোট গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে যায়। পরে এই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করা হয়। সকাল আনুমানিক ১০টায় সদর উপজেলার বাগরাকসা শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ককটেল হামলায় পোলিং কর্মকর্তা কল্পনা ও হিরা নাসরিন আহত হন। বেলা আনুমানিক দেড়টায় দীঘারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থকরা ব্যালট পেপারসহ ছয়টি ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয়। পরে ওই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করা হয়।[২৯]

৪৩. টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভুঞাপুর) আসনের পালপাড়া ও সাহাপুর কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন বেলা ১১টার পর বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা হামলা চালায়। পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুঁড়লে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে গিয়ে পাঁচজন ভোটার আহত হন।[৩০]

---

[২৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬/০১/২০১৪
[২৭] দৈনিক প্রথম আলো ০৬/০১/২০১৪
[২৮] দৈনিক প্রথম আলো/মানবজমিন অনলাইন সংস্করণ, ০৫/০১/২০১৪
[২৯] দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/০১/২০১৪
[৩০] দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/০১/২০১৪

৪৪.কুড়িগ্রাম-১ আসনের চরভুরুঙ্গামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর ২টার দিকে একদল দুর্বৃত্ত ভোটকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এইসময় তাদের হামলায় আহত হন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার স্বপন কুমার।[৩১]

৪৫.নওগাঁ-৪ আসনের মান্দা উপজেলার রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে বিএনপি ও জামায়াতের ৮ জন নেতাকর্মী গুলিবিদ্ধ হন। এঁদের মধ্যে বাবুল হোসেন (২৮) নামে এক যুবদল কর্মী মারা যান।[৩২]

উপজেলা নির্বাচন ২০১৪

৪৬. জানুয়ারি'র নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে খুব দ্রুতই উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে এবং নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া ও কেন্দ্র দখলের মত ঘটনা ঘটায়। এই উপজেলা নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপে ব্যাপক হতাহতের ঘটনাও ঘটে। এই নির্বাচন ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ছয়টি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। দলীয়ভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে অংশ নেয়। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করলেও বিএনপি এবং জামায়াত এই উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেয়। প্রথম ধাপে ১৯ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় ধাপে ২৭ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপে ১৫ মার্চ, চতুর্থ ধাপে ২৩ মার্চ, পঞ্চম ধাপে ৩১ মার্চ এবং ১৯ মে ষষ্ঠ ধাপে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৩] উপজেলা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হল সংক্ষেপে:

নির্বাচনের প্রথম ধাপ

৪৭.গত ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম ধাপে ৯৭টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন চলাকালে অনেক জায়গাতেই সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই ও কেন্দ্র দখল করা হয়েছে। এই সময় মোট ১০টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করেন নির্বাচন কমিশন।[৩৪] উদাহরণস্বরূপ বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার মোট ৪৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টি কেন্দ্রে জাল ভোট, ককটেল বিস্ফোরণ, ব্যালট ভর্তি বাক্স ছিনতাই ও ভাঙচুর, নির্বাচনী উপকরণ বিনষ্ট, কেন্দ্রে হামলা, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মারধর করার তথ্য পাওয়া গেছে। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার গাজীরচর ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে ভোট শুরুর আগেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী সারোয়ার আলমের সমর্থকরা কেন্দ্রটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষন পর প্রিজাইডিং অফিসার ফলাফলের ফরমে

[৩১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রাম জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নওগাঁ জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৩] নির্বাচন কমিশন, http://www.ecs.gov.bd/Bangla/
[৩৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নিয়ে নেন। এরপর সারোয়ার আলমের সমর্থকরা কক্ষে ঢুকে বিএনপি-সমর্থিত কাইয়ুম খানের এজেন্টদের বের করে দিয়ে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণ করে।[৩৫]

নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ

৪৮. গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে দুইজন নিহত হওয়াসহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি আহত হন।[৩৬] নির্বাচন চলাকালে নোয়াখালী জেলায় সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

৪৯. সোনাইমুড়ি উপজেলায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী এএফএম বাবুল এর সমর্থকরা নন্দিয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র দখলের চেষ্টা চালালে নির্বাচনের দিন দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় গুলিবর্ষণ ও ককটেল বিস্ফোরণ শুরু হয়। এই সময় বিএনপি জোটের চেয়ারম্যান প্রার্থী আনোয়ারুল হকের সমর্থকরা সরকারদলীয় লোকদের প্রতিহত করতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি ছুঁড়লে সাদ্দাম হোসেন (২২) নামের এক শিবির কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নোয়াখালী সদর উপজেলার ১১৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়।[৩৭]

৫০. মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় ভোটের দিন সকাল থেকেই জাল ভোট, কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর লোকজনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হন। নির্বাচন চলাকালে সকাল ১০টার পরপরই ১০৬টি কেন্দ্রের প্রায় সবগুলোই দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আনিসুজ্জামান আনিসের সমর্থকরা। বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রগুলো থেকে বের করে দিয়ে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে একতরফা সিল মারে সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এছাড়াও মালিরপাথর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীরা। এই সময় পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আয়াত আলী দেওয়ান ও তাঁর ছেলে মামুন দেওয়ানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়।[৩৮]

নির্বাচনের তৃতীয় ধাপ

৫১. গত ১৫ মার্চ তৃতীয় ধাপের নির্বাচনে সহিংসতায় ৩ জন নিহত হন। নির্বাচনের দিন বাগেরহাট জেলা সদর, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা, রামপাল ও মংলা উপজেলা আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা কেন্দ্র দখল, এজেন্টদের বের করে দেয়া এবং ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কর্মীরা চেকপোস্ট বসিয়ে প্রতিপক্ষ প্রার্থী ও সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়নি। স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা জাহিদুর রহমান,সবুর হোসেন ও মোতাহার রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নেতা-কর্মীরা বোরখা পরিহিত এবং বিএনপি-জামায়াতের নারী ভোটারদের সদর

[৩৫] প্রথম অলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৩৬] মানবজমিন ও যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৩৭] ডেইলি স্টার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৩৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, মুন্সীগঞ্জ, ২৮/০২/২০১৪

উপজেলার শহরতলির কাড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। এই সময় বাগেরহাট সরকারী পিসি কলেজের ছাত্র ও ইসলামী ছাত্র শিবির নেতা মোহাম্মদ মানজারুল ইসলামসহ শিবিরের ১০/১২ নেতা-কর্মী সেখানে উপস্থিত হয়ে নারী ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে সহযোগিতা করেন। এই খবর পেয়ে আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীরা ধারালো অস্ত্র ও লাঠি সোটা নিয়ে শিবির কর্মীদের ওপর হামলা করে। এই সময় অন্যরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও মোহাম্মদ মানজারুল (২৪) কে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ধরে নিয়ে পাশের মেগনীতলা এলাকায় প্রকাশ্যে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে।[৩৯]

নির্বাচনের চতুর্থ ধাপ

৫২.গত ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে সহিংসতায় ৫ জন নিহত হন। নির্বাচনের দিন মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভোট জালিয়াতি, গুলিবর্ষণ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। উপজেলার বড় রায়পুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ১১ টায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মৃনাল কান্তি দাসের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী রেফায়েতউল্লাহ খান তোতার সমর্থকদের সঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলামের সমর্থকদের সংঘর্ষ বাঁধে। এই সময় তোতার সমর্থকরা বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুদ্দিন প্রধানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরতর আহত করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সামসুদ্দিন প্রধানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। দুপুর ১২ টায় উপজেলার চর বাউসিয়া দক্ষিণকান্দী এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সাংবাদিকদের গাড়ীতে হামলা করে একদল দুর্বৃত্ত। এই সময় গাড়ীতে থাকা চারজন সাংবাদিক আহত হন। দড়ি বাউশিয়া এলাকায় গ্রাম বাসীর সঙ্গে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হলে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল মান্নান দেওয়ান মনার স্ত্রী লাকী আক্তারসহ ৫০ জন আহত হন। পরে ২৮ মার্চ লাকী আক্তার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[৪০]

নির্বাচনের পঞ্চম ধাপ

৫৩.গত ৩১ মার্চ পঞ্চম ধাপের উপজেলা নির্বাচনে সহিংসতায় ১ জন নিহত হন। এই সময় ২৩ টি উপজেলায় ১৯[৪১] দল সমর্থিত প্রার্থী, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী, জাতীয় পার্টির প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন বর্জন করেন।[৪২] জামালপুর জেলায় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজমের নির্বাচনী এলাকা মাদারগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন ৩১ মার্চ সকাল থেকেই ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ওবায়দুর রহমানের পক্ষে প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল

[৩৯]*অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ মার্চ ২০১৪

[৪০]*অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪১] ৫ জানুয়ারীর নির্বাচনের বিরোধিতা করে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর আহমেদ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা জাতীয় পার্টি গঠন করে ১৮ দলীয় জোটে যোগ দিলে ১৮ দলীয় জোট ১৯ দলীয় জোট হয়।

[৪২]ইত্তেফাক ১ এপ্রিল ২০১৪

মারেন। ভোটাররা ভোট দিতে গেলে তাঁদের ভোট দিতে না দিয়ে বের করে দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পৌর এলাকার নুরন্নাহার মির্জা কাশেম (ডিগ্রি) কলেজ কেন্দ্রে মহিলাদের বুথে ঢুকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ওবায়দুর রহমানের প্রতীকের ব্যাজ পরে এক পুরুষ প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারেন। এই সময় বুথের বাইরে কয়েকজন নারী ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল ১১ টায় কেন্দ্র দখল ও জবরদস্তি করার প্রতিবাদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ফায়েজুল ইসলাম নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেন।[৪৩]

নির্বাচনের ষষ্ঠ ধাপ

৫৪.গত ১৯ মে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ষষ্ঠ ধাপের ১২টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকারীদল সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া, প্রতিপক্ষের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ গণমাধ্যম কর্মীদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪৪] কুমিল্লার সদর উপজেলার পাঁচথুবী ইউনিয়নের চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আলী আজমের বিরুদ্ধে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪৫] সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দে ব্যাপক জাল ভোট ও প্রতিপক্ষের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আবদুল মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে।[৪৬]বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ২৯টি কেন্দ্রের প্রায় সবকটি দখল, ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা এবং ব্যাপক জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪৭]

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের উপনির্বাচন

৫৫.গত ২৬ জুন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের উপ-নির্বাচন বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ আকরামের নির্বাচনী এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কর্তব্যে বাধা দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম। অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রেই জাতীয় পার্টির প্রার্থী সেলিম ওসমানের ভাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের সমর্থকরা দিনভর টহল দেয়। নির্বাচনে মোট ১৪১টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ১০৪টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষনা করেন রির্টানিং অফিসার। কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগে বন্দরের মালিবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করা হয়। মদনপুর কেওঢালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রটি

[৪৩]প্রথম আলো অন লাইন ৩১ মার্চ ২০১৪
[৪৪] ইনকিলাব, ২০ মে ২০১৪
[৪৫] প্রথম আলো, ২০ মে ২০১৪
[৪৬] প্রথম আলো, ২০ মে ২০১৪
[৪৭] প্রথম আলো, ২০ মে ২০১৪

নারায়ণগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বশির উদ্দিন দখল করতে না দেয়ায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী সেলিম ওসমানের ভাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান মুঠোফোনে তাঁকে হুমকি দেন এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ আকরাম অভিযোগ করেন, জাতীয় পার্টির প্রার্থীর সমর্থকরা বিভিন্ন কেন্দ্র দখল করে ব্যালট পেপারে সিল মারে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করার পরও নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর রির্টানিং অফিসার সাংবাদিকদের বলেন, ভোটার কম এসেছেন। ভোট প্রদানের হার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বলে জানা গেলেও ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেছে, প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের মৃত্যুতে এই আসনটি খালি হয়।[৪৮]

৫৬. *অধিকার* মনে করে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ক্ষমতাসীনদলের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন এর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ছিল একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয় অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশে শক্তিশালী একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা অত্যন্ত জরুরী; যা দ্রুততম সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে দেশকে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম এবং উপজেলা নির্বাচনে সংঘটিত ব্যাপক সহিংসতা ও ভোট জালিয়াতির ঘটনা এটিই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনও প্রয়োজন। এদেশের জনগণ এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে মুক্তভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চর্চা করতে আগ্রহী।

মিরপুরে উর্দুভাষী ক্যাম্পে[৪৯] হামলা : আগুনে পুড়িয়ে ও গুলি করে ১০ জনকে হত্যা

৫৭. ১৪ জুন ভোরে ঢাকার মিরপুর-১২ এর ই এবং ডি ব্লকের কুর্মিটোলা উর্দুভাষী বিহারী ক্যাম্পের অধিবাসীদের সঙ্গে ঢাকা-১৬ আসনের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লার বাহিনীর সংঘর্ষে আগুনে পুড়ে উর্দুভাষী এক পরিবারের ৯ জন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে অপর একজন মারা গেছেন। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত পঞ্চাশ

[৪৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৪৯] ১৯৪৭ সালে ভারত উপ-মহাদেশ বিভাজনের সময় যখন ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হয়ে যায়, তখন ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহারসহ অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে অনেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে আসে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তাদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয়ের পর ওই মুসলমানদের অনেকেই বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। যারা পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিল, তারা ১৯৭২ রেড ক্রস কর্তৃক নির্মিত 'জেনেভা ক্যাম্পে' আশ্রয় লাভ করে। কয়েক ধাপে পাকিস্তানে তাদের ফেরত পাঠানোর পর যারা ফিরে যেতে ব্যর্থ হন, তারা জেনেভা ক্যাম্পে অসহায় পাকিস্তানি হিসেবে থেকে যান। তারা সবাই ছিলেন রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তি। তারা উর্দুতে কথা বলেন, বাংলায় নয়। কিন্তু তাদের অনেকের সন্তানরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন যাদের জন্ম স্বাধীনতার পর হয়েছে।

জন। আগুনে পুড়ে নিহতরা হলেন, উর্দুভাষী বিহারি ক্যাম্পের বাসিন্দা ইয়াসিনের স্ত্রী বেবি (৪০), বড় মেয়ে শাহানা (২৩), শাহানার ছেলে মারুফ (৩), মেঝ মেয়ে আফসানা (২০), ছোট মেয়ে রোকসানা (৯), বড় ছেলে আশিক (২৫), আশিকের স্ত্রী অন্ত:স্বত্ত্বা শিখা (১৮) ও জমজ দুই ছেলে লালু ও ভুলু (১২)। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন আজাদ (২৫) নামের এক উর্দুভাষী যুবক। নিখোঁজ রয়েছেন মুহাম্মদ যশো (২৩) নামের এক ব্যক্তি।

৫৮.জানা যায়, ২০০৭ সালে ঢাকার বিমানবন্দর-মিরপুর উড়াল সেতুর সংযোগ সড়ক করা হয়। সেই সময় নিউ কুর্মিটোলা উর্দুভাষীদের ক্যাম্প এর আওতায় পড়ে। তখন সিদ্ধান্ত হয় সংযোগ সড়কের কারণে যে সব পরিবার জায়গা হারাবে তাদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে। সেই মোতাবেক নিউ কুর্মিটোলা বিহারী ক্যাম্পের উত্তর পাশে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের প্লটে বস্তি তুলে উর্দুভাষী পরিবারগুলোকে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০০৯ সালে ইলিয়াস মোল্লা কুর্মিটোলা উর্দুভাষীদের ক্যাম্পের পাশ্ববর্তী ৩০ বিঘা জমি আওয়ামী লীগের স্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমে দখল করে নিয়ে সেখানে একটি বস্তি গড়ে তোলেন। রাজু নামে এক যুবলীগ নেতা নিহত হবার পর বস্তিটির নামকরণ করা হয় রাজু বস্তি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বস্তিটির তদারকির কাজ স্থানীয় যুব লীগের কর্মীরাই করে থাকে। ওই রাজু বস্তিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয় কুর্মিটোলা উর্দুভাষী ক্যাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য রাজু বস্তির অধিবাসীরা কোন প্রকার বিল পরিশোধ করতো না। যদিও ইলিয়াস মোল্লার লোকজন রাজু বস্তির প্রতিটি বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায় করতো। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে বাতি প্রতি ৫০ টাকা, ফ্যান প্রতি ১০০ টাকা করে বিল আদায় করে এই চক্র। এইভাবে প্রতিটি ঘর থেকে মাসে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা করে আদায় করে তারা। এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাসে দেড় লক্ষাধিক টাকা।[৫০] গত ১০ জুন ২০১৪ উর্দুভাষী নেতারা রাজু বস্তির অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ করে দেয়। এরপর থেকে ওই এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। জানা যায়, গত ১০ জুন রাত সাড়ে ১০টার দিকে বস্তিতে বিদ্যুৎ-সংযোগের দাবিতে বস্তিবাসিরা মিরপুর উড়ালসড়ক-সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে। অবরোধ সরাতে পল্লবী থানা থেকে ইলিয়াস মোল্লার সহযোগিতা চাওয়া হয়। তখন রাত পৌনে ১১টায় সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লা ঘটনাস্থলে হাজির হন। একপর্যায়ে উর্দুভাষী অধিবাসীরা ইলিয়াস মোল্লার সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিদ্যুৎ-সংযোগ দেয়া না-দেয়া নিয়ে ইলিয়াস মোল্লার সঙ্গে আসা যুবলীগ কর্মীদের সঙ্গে উর্দুভাষীদের বিতর্কের একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লা কুর্মিটোলা উর্দুভাষী ক্যাম্পের সভাপতি জালাল উদ্দিনকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রাজু বস্তিতে বিদ্যুৎ-সংযোগ দিতে বলেন। এতে রাজি না হওয়ায় ইলিয়াস মোল্লা উর্দুভাষী নেতাদের দেখে নেয়ার হুমকী দেন। গত ১১ জুন বিকেলে রাজু বস্তির কয়েকজন অধিবাসী জালাল উদ্দিনসহ উর্দুভাষী নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার পর থেকে জালাল উদ্দিন পলাতক রয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানান। গত ১৩ জুন রাতে পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে উর্দুভাষী ক্যাম্প সংলগ্ন বাউনিয়া বাঁধ এবং নতুন রাস্তার সংযোগস্থলে আতশবাজি ও পটকা ফোটায় উর্দুভাষী পরিবারের

[৫০]দৈনিক মানবজমিন, ১৮ জুন ২০১৪

সদস্যরা। এই আতশবাজির শব্দের অজুহাতে গত ১৪ জুন ভোররাতে কুর্মিটোলা উর্দুভাষী ক্যাম্পে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় ইলিয়াস মোল্লার লোকজন[৫১]। এইসময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। স্থানীয় থানা পুলিশের সদস্যরাও ইলিয়াস মোল্লার পক্ষ নিয়ে উর্দুভাষীদের ওপর হামলায় অংশ নেয়। পুলিশের উপস্থিতিতে ইলিয়াস মোল্লার লোকজন উর্দুভাষীদের ক্যাম্পে চারটি ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। উর্দুভাষীরা আগুন নেভাতে আসলে পুলিশ উর্দুভাষীদের ক্যাম্পের দিকে মুর্হুমুহূ টিআর সেল, রাবার বুলেট এবং বুলেট ছুঁড়ে। তখন আগুনে পুড়ে নারী শিশুসহ ৯ জন নিহত হন। সেই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে আজাদ নামের একজন উর্দুভাষী যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। হামলার ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে উর্দুভাষীদের ক্যাম্পের বাসিন্দা মুহাম্মদ যশোকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে স্থানীয় যুবলীগের কর্মীরা। ঘটনার পর থেকে যশোকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।[৫২] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোট ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বাদি হয়ে দুটি মামলা এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা বাদি হয়ে চারটি মামলা দায়ের করেছেন। উর্দুভাষীদের অভিযোগ, ইলিয়াস মোল্লার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদেরই হয়রানী করছে পুলিশ।

৫৯. *অধিকার* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, ক্ষমতাসীন দলের সাহায্য সহযোগিতায় দুবৃর্ত্তরা দেশ জুড়ে ভূমিদখল ও চাঁদাবাজির জন্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্যও এই দুবৃর্ত্তয়ানের সঙ্গে জড়িত আছে। *অধিকার* অবিলম্বে এই ঘটনার ব্যাপারে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরেপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।[৫৩]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা

৬০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর প্রতিটি নির্বাচনের পর হামলা চালানোর ঘটনা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আক্রমণ হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারনে মানবাধিকার কর্মীরা উদ্বিগ্ন ছিল। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলোর রাজনৈতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সহিংস রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করেছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিয়েছে অথবা ভেঙে ফেলেছে। ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদের বিতর্কিত নির্বাচনের দিন এবং এর পরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু

[৫১] স্থানীয় উর্দুভাষীদের অভিযোগ।
[৫২] দৈনিক মানবজমিন, ২৩ জুন ২০১৪
[৫৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ে আক্রমণ করা হয়।[৫৪]

৬১. নির্বাচনে ভোট দেয়ার কারণে গত ৫ জানুয়ারি দুপুরে দিনাজপুর সদর উপজেলার চেহেলগাজী ইউনিয়নের কর্ণাই গ্রামের ছয়টি পাড়ায় হিন্দুদের বাড়িতে ১৮ দলীয় জোট সমর্থকরা হামলা করে প্রায় দেড় শতাধিক ঘর এবং দোকানে লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন, হামলায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নাজির আহমেদ, ডুমুরতলী গ্রামের আকবর আলী, কাঁটাপাড়া গ্রামের মাহবুবুল আলম, মহাদেবপুর গ্রামের সাহাবুল আলম, বকরীপাড়া গ্রামের আবুল কানা ও কর্ণাই গ্রামের নুহু মিয়াসহ অন্যরা নেতৃত্ব দেয়। এরা বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থক বলে জানা যায়। নির্বাচনের আগের দিন বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বারণ করেছিল।[৫৫]

৬২. গত ৫ জানুয়ারি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ১নং প্রেমবাগ ইউনিয়নের চাঁপাতলা মৌজার মালোপাড়া গ্রামে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ৪৩টি পরিবার আক্রান্ত হয়। এরই জের ধরে পরদিন ৬ জানুয়ারি মালোপাড়া সংলগ্ন চাঁপাতলা গ্রামে পুলিশের উপস্থিতিতে মুখোশধারী একদল সদস্য মুসলমানদের ৪টি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটায়। এই ঘটনাগুলোতে উভয় পক্ষের অন্তত ৭ জন আহত হয়। এদিকে নির্বাচনের আগে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ মালোপাড়া সংলগ্ন সুন্দলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি নির্বাচনী সভায় আওয়ামী লীগ নেতা ও নবম জাতীয় সংসদে সরকারী দলের হুইপ আব্দুল ওহাব, যিনি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তাঁকে ভোট না দিলে তাঁদের দেখে নেবেন বলে হুমকি দেন বলে জানা যায়। এর আগে সকাল ১০ টায় ভোট দিতে যাওয়ার সময় মালোপাড়ার পুকুরকান্দা এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪ জনকে পিটিয়ে আহত করে চাঁপাতলার ১৮ দল সমর্থক নির্বাচন বিরোধীরা। বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৪ টায় চাঁপাতলার বাসিন্দারা মালোপাড়ার ওপর দিয়ে ফেরার সময় সকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এমন সময় গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, হিন্দুরা দুই জন মুসলমানকে মেরে ফেলেছে। আর এই গুজবকে কেন্দ্র করেই ১৮ দলের নিয়ন্ত্রণে থাকা চাঁপাতলা ও আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকা চেংগুটিয়া বাজার এই দুই দিক থেকেই হামলা শুরু হয় মালোপাড়ায়। হামলার আগে ৫টি নসিমনে (স্থানীয় পরিবহন) করে শতাধিক বহিরাগত এসে জড়ো হয় চেংগুটিয়া শালবনে ও তারাও এই আক্রমণে অংশ নেয়।[৫৬]

৬৩. গত ৭ জানুয়ারি জামালপুর সদর উপজেলাার শ্রীপুর ইউনিয়নের ভাগড়া এলাকায় খ্রীস্টান ধর্মীয় কয়েকটি পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে দুবৃর্ত্তরা। এ ঘটনায় ১৫ জন আহত হন। হামলার শিকার খ্রীস্টান

[৫৪] স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনের পরেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে এবং তা এখনও হচ্ছে। এই হামলাগুলোর ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

[৫৫] প্রথম আলো, ০৭ জানুয়ারি ২০১৪

[৫৬] তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন, *অধিকার*

ধর্মাবলম্বী সদস্যরা জানান, নির্বাচন বিরোধীরা নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে তাঁদের ওপর হামলা করে।[৫৭]

৬৪. গত ১১ মে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরের মহারাজপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের একটি শ্মশানের সম্পত্তি দখল করতে সদর ইউনিয়ন শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি বজলুর রহমান নঈম এর নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর করে। হামলার সময় দুর্বৃত্তরা শ্মশান সংলগ্ন একটি মন্দিরের শিবমূর্তি ভাংচুর করে এবং মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৫৮]

৬৫. *অধিকার* অবিলম্বে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে হামলা ও নিষেধাজ্ঞা

৬৬. রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। এছাড়া শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের লংঘন। জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ সভা-সমাবেশে হামলার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে,যার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখিত হলোঃ

৬৭. গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলকে র‍্যালি করতে দেয়নি পুলিশ। এদিন সকাল ১০টায় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতা কর্মীরা বিএনপি'র ঢাকাস্থ নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি বের করার প্রস্তুতি নেন। মহিলা দলের র‍্যালিকে ঘিরে এইদিন বিএনপির কার্যালয়ের আশে পাশে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। মজুত রাখা হয় রায়ট কার ও জলকামান। এই সময় কার্যালয় সংলগ্ন হোটেল ভিক্টোরিয়ার গলির দিক থেকে মহিলা দলের নেতা কর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে আসতে চাইলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একই সময়ে বিএনপির কার্যালয়ের উল্টো দিকে মহিলা দলের কয়েকজন কর্মীকে পুলিশ আটক করে এবং পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়। এরপর মহিলা দলের সভানেত্রী নুরে আরা সাফা ও সাধারণ সম্পাদিকা শিরিন সুলতানার নেতৃত্বে আবার র‍্যালি শুরু করার উদ্যোগ নিলে পুলিশের বাধায় তাও পণ্ড হয়ে যায়।[৫৯]

৬৮. গত ৯ মার্চ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ছলিমপুর ইউনিয়নের ভাড়ইমারী বড় বটতলা মোড়ে বিটি বেগুনবিরোধী গণমোর্চা ও বেসরকারি সংস্থা উবিনীগ যৌথ উদ্যোগে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে। সেখানে ছলিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৮নং ওয়ার্ড শাখার সভাপতি আবুল হাসেম প্রামানিকের

[৫৭] দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ জানুয়ারি ২০১৪
[৫৮] মানবজমিন, ১৪ মে ২০১৪
[৫৯] মানবজমিন, ৯ মার্চ ২০১৪

নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত প্রথম দফায় হামলা চালিয়ে উবিনীগের কর্মকর্তা আরফান আলীকে আহত করে মানববন্ধনে অংশগ্রহনকারীদের তাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে মানববন্ধনকারীরা স্থান পরিবর্তন করে ভাড়ইমারী মাথালপাড়া গ্রামের বিটি বেগুন চাষের মাঠে মানববন্ধন করতে গেলে আবুল হাসেম প্রামানিকের নেতৃত্বে ওয়াজেদ আলী মেম্বার,আস্তল আলী ও খোকন সরদারসহ ২০-২৫ জন স্থানীয় দুর্বৃত্ত মানববন্ধনে অংশগ্রহনকারীদের ওপর ফের হামলা করে মানববন্ধন কর্মসূচি পণ্ড করে দেয়। এইসময় উপস্থিত সাংবাদিকরা ওই হামলার ছবি তুলতে গেলে তাঁদেরও বাধা দেয় দুবৃর্ত্তরা। হামলার সময় সম্মিলিত নারীসমাজের কেন্দ্রীয় নেত্রী ফরিদা আক্তারকে লাঞ্ছিত করা হয় এবং নূর মোহাম্মদ, গোলাম মোস্তফা রনি, নূর আলম, আরফান আলী আলিফ, সফুরা বেগম, হাফিজুর রহমান, মফিজ প্রাং, শুকচান মিয়া, আনোয়ারা বেগম, মধু প্রাং ও রমেছা বেগম আহত হন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার দেশে কৃষক পর্যায়ে বির্তকিত জিএম শস্য বিটি বেগুন চাষের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নাগরিক সমাজ আন্দোলন করছে। তারই অংশ হিসেবে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিলো।[৬০]

৬৯. গত ৩ মে গুম, হত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের মানববন্ধনে বাধা দেয় পুলিশ। সমাবেশের জন্য আনা মাইক, মাইকের মালিক এবং যে রিকশায় মাইক ছিল তার চালককে আটক করে পুলিশ। সমাবেশের ব্যানার ফেস্টুন ও লিফলেটও কেড়ে নেয় পুলিশ সদস্যরা।[৬১]

৭০. আইনজীবী চন্দন সরকার ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামসহ সাতজনকে গুম ও হত্যার প্রতিবাদে ১৪ মে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে সমাবেশ করার অনুমতি না দেয়ায় গত ১০ মে নারায়ণগঞ্জ নগর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে বিএনপি'র পক্ষ থেকে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সকাল থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিএনপি'র নগর কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে এবং সমাবেশের মাইক ও ব্যানার নিয়ে যায়। ফলে নারায়ণগঞ্জ নগর বিএনপি তাদের নির্ধারিত সমাবেশ করতে পারেনি।[৬২]

৭১. সারাদেশে চলমান গুম, হত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে নিহত ও অপহৃত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমাবেশ করতে দেয়নি পুলিশ। ২২ মে ২০১৪ বিকেল ৪ টায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিলো দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার। গুম-হত্যা ও অপহরণের সঙ্গে র‍্যাব জড়িত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া র‍্যাব বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। সেই দাবির পক্ষে জনমত তৈরি করতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই ২২ মে ২০১৪ দুপুর ২.০০টা থেকেই দলীয় নেতাকর্মী ও ভুক্তভোগী

[৬০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন, ১১ মার্চ ২০১৪ এবং বিটি বেগুন বিরোধী মোর্চার প্রতিবাদ লিপি, ১০ মার্চ ২০১৪

[৬১] নয়াদিগন্ত, ৪ মে ২০১৪

[৬২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

পরিবারের সদস্যরা সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হতে থাকেন। কিন্তু পুলিশি বাধায় কেউ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের ভেতরে ঢুকতে পারেননি। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনসহ এর প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয় পুলিশ। বেলা আনুমানিক ২.৩০ টায় বিএনপি নেতাকর্মীরা ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সদস্যদের নিয়ে মিলনায়তনে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পরে তা বাতিল করা হয়।[৬৩]

৭২. গত ২৪ মে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে নারায়ণগঞ্জের আইনজীবী চন্দন কুমার সরকারকে গুম এবং হত্যাসহ সারা দেশে গুম, হত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম আয়োজিত সমাবেশ পণ্ড করে দেয় পুলিশ। এই সমাবেশে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করার কথা ছিলো। গত ২৩ মে রাত থেকেই পুলিশ কর্মসূচির প্রস্তুতিতে বাধার সৃষ্টি করে। সকাল থেকেই পুলিশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে প্রবেশ পথগুলো আটকে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে আইনজীবীদের ঢুকতে বাধা দেয়। এছাড়াও পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের আশেপাশের সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুরো এলাকা অবরুদ্ধ করে রাখে ও ১৫ জন আইনজীবীকেও আটক করে নিয়ে যায়।[৬৪]

৭৩. *অধিকার* মনে করে সভা-সমাবেশে বাধা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ, যা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমান্বয়ে আরো জটিল করে তুলছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

৭৪. বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো যে, এই দেশের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান সরকার বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কাশিমপুর-২ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রায়ই সংবাদ সংগ্রহের সময় বা প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

৭৫. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে একজন সাংবাদিক নিহত, ৫০ জন সাংবাদিক আহত, ১৮ জন লাঞ্ছিত, নয়জন হুমকির সম্মুখীন ও ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭৬. গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন রোডে দৈনিক ইনকিলাব কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে ছাপা খানা সিলগালা করে দেয় পুলিশ। এই সময় বার্তা সম্পাদক রবিউল্লাহ রবি, উপ-প্রধান প্রতিবেদক রফিক মোহাম্মদ ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক আতিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া ইনকিলাব কার্যালয় থেকে দুটি কম্পিউটার ও কিছু কাগজপত্র জব্দ করা হয় এবং সার্ভার রুম ও প্লেট রুমও সিলগালা করে দেয়া হয়। গত ১৬ জানুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবে 'সাতক্ষীরায় যৌথ বাহিনীর অপারেশনে ভারতীয়

[৬৩] অধিকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য

[৬৪] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০১৪

বাহিনীর সহায়তা' শিরোনামে এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে সেই দিনই ওয়ারী থানায় ইনকিলাব সম্পাদক-প্রকাশকসহ প্রধান বার্তা সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) ও দণ্ডবিধিতে মামলা দায়ের করা হয় এবং পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়।[৬৫] পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়ার পর ওই রাতেই পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত সংবাদটির জন্য সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করে। ১ ফেব্রুয়ারি রাতে পুলিশ ইনকিলাব ছাপাখানা খুলে দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ৩ সাংবাদিককে জামিন দেয় আদালত।[৬৬]

৭৭. গত ৫ মে ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসেল নামে এক শিক্ষার্থীকে শিবির সন্দেহে আটক করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে বাঁশ দিয়ে তাঁকে মারধর করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এই সংবাদ সংগ্রহের জন্যে সাংবাদিকরা প্রক্টর অফিসে গেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এফএম শরিফুল ইসলাম সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য করেন। সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ করলে শরিফের নেতৃত্বে কানন, রিয়ান, রাসেল, সাইমন, আসাদ, মামুন, রনিসহ ছাত্রলীগ কর্মীরা উপাচার্যের সভাকক্ষে উপস্থিত বাংলা নিউজের প্রতিবেদক ইমরান আহমেদ, বাংলাদেশ প্রতিদিনের মাহবুব মমতাজি ও সকালের খবরের তানভীর আহমেদকে প্রক্টরের সামনেই মারধর করে। এই সময় ২৫ জন সাংবাদিককে অবরুদ্ধ রেখে শরিফ বলেন,'দুই-একটা সাংবাদিকের গলা কেটে ফেললে কিছুই হবে না'।[৬৭]

৭৮. গত ২৪ মে পটুয়াখালি জেলার 'বাউফলে স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প কাগজে আছে বাস্তবে নেই' শিরোনামে প্রথম আলোতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশের কারণে প্রথম আলোর বাউফল প্রতিনিধি এবিএম মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ এনে গত ২৬ মে পটুয়াখালির দ্রুত বিচার আদালতে মামলা করেন বাউফল উপজেলার কনকদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের অনুসারী শাহীন হাওলাদার। পুলিশ তদন্ত শেষে ৩ জুন আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়। গত ৯ জুন আদালত আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ৪ ও ৫ ধারায় এবিএম মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। উল্লেখ্য এর আগেও মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মারামারি ও একটি ধর্ষণ মামলা দেয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। মারামারি মামলায় মিজানুর রহমান বেকসুর খালাস পান এবং দীর্ঘ তদন্ত শেষে কোনো সত্যতা না পাওয়ায় পুলিশ ধর্ষণ মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়।[৬৮]

৭৯. পেশাগত দায়িত্ব পালন করার কারণে সাংবাদিকদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা,মামলা ও হুমকির ঘটনায় *অধিকার* উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হুমকির সম্মুখিন হবে। *অধিকার* অবিলম্বে যেসব দুর্বৃত্ত সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হুমকির

[৬৫] দৈনিক মানবজমিন, ১৭ জানুয়ারি ২০১৪
[৬৬] আমার দেশ অন-লাইন সংস্করণ, ২১ ফেব্রুযারি ২০১৪
[৬৭] মানবজমিন, ৬ মে ২০১৪
[৬৮] প্রথম আলো ১৭ জুন ২০১৪

ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁদের গ্রেপ্তার করে আইনানুযায়ী যথোপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। সেইসাথে *অধিকার* সাংবাদিকদের সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশনের আহবান জানাচ্ছে।

আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ এবং বিচার শুরু

৮০.আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কাশিমপুর-২ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) সহ মোট ৬৯টি মামলা তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর মাহমুদুর রহমানকে রিমান্ডে নিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। [৬৯]

৮১.২০১৪ সালের ১৯ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগে আনা হয়। তাঁর ডান কাঁধ এবং হাতে সার্বক্ষনিক তীব্র ব্যথা থাকা সত্ত্বেও ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ মইনুজ্জামান তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি না করে একদিন পর পর কাশিমপুর কারাগার থেকে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দেন। কাশিমপুর কারগার থেকে একদিন পর পর এসে ফিজিওথেরাপি নেয়ার মতো শারীরিক সক্ষমতা মাহমুদুর রহমানের নেই বলে জানান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। হাতে এবং শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা থাকায় তাঁর পক্ষে এত দীর্ঘ রাস্তা পার হয়ে এসে নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, কাশিমপুর কারাগার থেকে ঢাকায় আসতে কমপক্ষে ৩ ঘন্টা সময় লাগে ফলে আসা যাওয়ায় প্রায় ৬ ঘন্টা ব্যয় হবে। মাহমুদুর রহমানের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে,চিকিৎসার অভাবে বর্তমানে কাশিমপুর কারাগারে বন্দি মাহমুদুর রহমান গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি ডান কাঁধের তীব্র ব্যথায় ভুগছেন। উল্লেখ্য ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে মাহমুদুর রহমান কারাগারে বন্দী থাকায় এবং তাঁকে রিমান্ডে নেয়ার পর শারিরীকভাবে নির্যাতন করায় তাঁর অস্টিও-আথ্রাইটিস ও রক্তচাপের ওঠা-নামা এবং সেই সঙ্গে গত এক মাসের বেশী সময় ডান কাঁধ এবং হাতে তীব্র ব্যথাসহ ফ্রোজেন শোলডার ও মেরুদন্ডের হাড়-ক্ষয় রোগে ভুগছেন। এই অবস্থায় ২০১৪ সালের'১৬ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাঁকে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। [৭০] ২০১৪ সালের ৭ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে বিনাবিচারে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দি আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে সরকার তিলে তিলে নির্যাতন করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মাহমুদুর রহমানের আইনজীবী ও আমার দেশ এর সাংবাদিকবৃন্দ। [৭১]

---

[৬৯] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৭০] নয়া দিগন্ত ২১ এপ্রিল ২০১৪

[৭১] আমার দেশ অনলাইন ডটকম, ৮ জুন ২০১৪

৮২.গত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর দায়েরকৃত মামলায় মাহমুদুর রহমানকে কাশিমপুর কারাগার থেকে বিশেষ জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৩ এ হাজির করা হলে বিচারক বাসুদেব রায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলার চার্জ গঠন করেন। এই সময় মাহমুদুর রহমান বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পুত্র ও জ্বালানি উপদেষ্টার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার দেশ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী আমাকে শায়েস্তা করার জন্য দুদককে দিয়ে বানোয়াট মামলাটি করিয়েছেন"।[৭২] এরপর গত ২৮ মে ঢাকার বকশী বাজারের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিশেষ জজ আদালতে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্পদের হিসাব না দেয়া সংক্রান্ত দুদকের মামলার শুনানী শুরু হয়। দুদকের মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে উল্লেখ করে আদালতে মাহমুদুর রহমানের আইনজীবীরা বলেছেন, এই মামলাটি কোন অবস্থায়ই চলতে পারে না। অথচ আদালত এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য করেছেন। শুনানীর শুরুতে মাহমুদুর রহমান আদালতের অনুমতি নিয়ে বলেন,"দুদক সরকারের হয়ে হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবৈধ সরকারের আমলে ন্যায়বিচার পাওয়ার অলীক আকাঙ্খা আমার নাই। এই মামলার ফ্যাক্ট হলো, স্বয়ং অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দলবাজ ও অসৎ কর্মকর্তাদের বানোয়াট এবং অসত্য তথ্য বেআইনীভাবে আমলে নিয়ে দুদক জালিয়াতির মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ওপরের নির্দেশ পালন করেছে"। এছাড়া মাহমুদুর রহমান আদালতের নির্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও তাঁকে চিকিৎসা না দেয়ার বিষয়ে আদালতকে অবহিত করেন।[৭৩]

৮৩. *অধিকার* মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লংঘন। *অধিকার* কারাবন্দী আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে সুচিকিৎসার স্বার্থে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সংগঠন ও মত প্রকাশের ব্যাপারে সরকারের নেতিবাচক মনোভাব

৮৪.কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা ব্যক্তি সরকার বা তাঁর অধীনস্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁদের সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ বা কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করলে বর্তমান সরকার তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহন না করে বরং ঐ সংগঠন বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক হয়ে উঠছে এবং যে কোনভাবে ঐ সংগঠন বা ব্যক্তির সঙ্গে কাল্পনিকভাবে জঙ্গি সম্পৃক্ততার কথা প্রচার করে কিংবা মামলা দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন ও বিভিন্নভাবে হয়রানী করার চেষ্টা করছে। এইক্ষেত্রে মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীরা সরকারের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। কারণ মানবাধিকার কর্মীদের অন্যতম কাজ সরকারের অন্যায় অবিচার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং সরকারকে অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা। অথচ মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীরা যাতে তাদের কাজের ক্ষেত্রে

[৭২] আমারদেশ অনলাইন সংস্করণ, ২৯ এপ্রিল ২০১৪
[৭৩]আমার দেশ অনলাইন ডটকম, ২৯ মে ২০১৪

অর্থায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তা সুনিশ্চিত করতে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র তৈরী নতুন খসড়া আইন মন্ত্রীসভায় অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৪-এর খসড়া আইন অনুমোদন

৮৫.গত ২ জুন 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪'-এর খসড়া আইনকে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। এই প্রস্তাবিত আইনানুযায়ী সরকারি কর্মকর্তারা এনজিওগুলোর স্বেচ্ছাসেবামূলক সেবামূলক কার্যক্রম পরিদর্শন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করতে পারবে। এনজিও'র যেসব ব্যক্তি এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী তহবিল পেতেন তা এ আইনের আওতায় অব্যাহতভাবে নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। বর্তমানে এই আইনে সরকারী কর্মকর্তাদের এনজিও'র নিবন্ধনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আবার এনজিও'র কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তা স্থগিত, বাতিল অথবা নিবন্ধন বাতিল করতে পারবেন এই সরকারি কর্মকর্তারা। অন্যদিকে, টার্গেট করা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সরকার ব্যবস্থাপক নিয়োগ করতে পারবে। গৃহীত ব্যবস্থার কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিযুক্ত সচিবের কাছে 'আপিল আবেদন' করতে পারবেন কোন ব্যবস্থা নেয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে এবং এক্ষেত্রে সচিবের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া এই বিলটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যে কোন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জন্য সব ধরনের সরাসরি আসা বৈদেশিক সাহায্যও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

৮৬.*অধিকার* মনে করে এই আইনটি পাশ হলে মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে আরো বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এমনকি তাদের মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভবনাও রয়েছে। এই আইনটি বাস্তবায়িত হলে অসংখ্য ভিক্টিমের পক্ষে মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ানো সাহসী ও প্রতিবাদী মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিবেশ তৈরী হবে বলে *অধিকার* আশঙ্কা করছে।

অধিকারকে বিভিন্নভাবে হয়রানী

৮৭.২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গ্রেফতার করা ও এর পরবর্তী ঘটনার পর থেকে *অধিকার* প্রতিনিয়ত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চরমভাবে হয়রানীর সম্মুখীন হচ্ছে। ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে ৬১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করলে রাষ্ট্রীয় হয়রানী চরম আকার ধারণ করে। যদিও ২০০৯ সাল থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকারের* কার্যক্রম বিভিন্নভাবে ব্যাহত করে আসছিল যা, *অধিকার* বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছে। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি

আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে।

৮৮. *অধিকার* এর প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এর কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার কৌশল নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় এখনও পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৮৯. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অধিকার উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তের অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৯০. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৯ এপ্রিল ২০১৪ 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য অডিট রিপোর্ট সহ আবেদনপত্র জমা দেয় *অধিকার*। প্রকল্পটি নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে চারটি জেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অর্থ ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পটির ২য় বর্ষের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৯১. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

জাতীয় সংসদে তথ্য প্রকাশ করায় টিআইবির বিরুদ্ধে বিষোদগার

৯২. গত ১৯ মার্চ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর 'পার্লামেন্ট ওয়াচ'[৭৪] প্রতিবেদনের ওপর সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যকে এখতিয়ারবর্হিভূত মন্তব্য করে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা এই ব্যাপারে স্পিকারের রুলিং চান। উভয় দলের সংসদ সদস্যরাই টিআইবির দেয়া বক্তব্যে সংসদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে দাবি করেন এবং টিআইবির অর্থের উৎস এবং এর টাকা জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের পেছনে ব্যয় হয় কি না তা তদন্তের দাবি জানান।[৭৫] উল্লেখ্য গত ১৮ মার্চ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয় নবম সংসদে কোরাম-সংকটের কারণে ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ১০৪ কোটি টাকা। তাছাড়া বিরোধী দলের ৩৪২ দিন সংসদ বর্জনের আর্থিক মূল্য চার কোটি ৮৭ লাখ টাকা। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য সংসদকে জনগনের কাছে দায়বদ্ধ করা। দশম সংসদ সর্ম্পকে ইফতেখারুজ্জামান বলেন,"এটা বিরোধী দলবিহীন সংসদ। আক্ষরিক অর্থে সংসদে বিরোধী দল থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে সংসদে কোন বিরোধী দল নেই"।[৭৬]

৯৩. মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য সচেষ্ট বর্তমান সরকার, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মানবাধিকার কর্মী নূর খানকে অপহরণের চেষ্টা

৯৪. গত ১৫ মে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিস কেন্দ্রের তথ্য ও অনুসন্ধান ইউনিটের পরিচালক মোহাম্মদ নূর খানকে ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে থেকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। মোহাম্মদ নূর খান *অধিকারকে* জানান, বিকেল আনুমানিক ৫টা ১০ এর সময় অফিসের কাজ শেষে এক সহকর্মীসহ অফিস থেকে বেরিয়ে এসে একটি রিকশায় ওঠেন তিনি। এই সময় তিনি ৩০/৩৫ গজ সামনে একটি মাইক্রোবাস দেখতে পান। তাঁর রিকশা চলা শুরু করে বাঁয়ে মোড় নিলেই মাইক্রোবাসটি তাঁদের পেছনে আসে এবং রিকশার কাছে চলে আসে। এই সময় মাইক্রোবাসের জানালা খুলে একজন তাঁদের দিকে তাকালে তিনি দেখতে পান যে, মাইক্রোবাসের ভেতরে এক ব্যক্তি শটগান হাতে বসা এবং যারা ভেতরে বসে আছে তাদের বয়স ২৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং তাদের চুল ছোট করে কাটা। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে তিনি রিকশা থেকে নেমে দৌড়ে অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়েন।

[৭৪] http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/ppt_parliament_watch_18_03_14_bn.pdf
[৭৫]প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০১৪
[৭৬]প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০১৪

বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

৯৫. সীমান্তে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন এবং অভিন্ন নদীগুলো থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য প্রাপ্যতার ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান এবং অধিকার স্বীকৃত হয়নি। এছাড়া ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র পাশাপাশি এখন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তিনদিক জুড়ে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে রয়েছে মিয়ানমার সীমান্ত।

পানির ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত

৯৬. ১৯৮২ সালে গজলডোবার কাছে তিস্তা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ করে ভারত। এরপর থেকেই ডাইভারশন খাল কেটে মহানন্দা নদীতে নিজেদের ইচ্ছামত পানি সরিয়ে নিচ্ছে ভারত। পানি ছাড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নেতিবাচক নীতি অনুসরন করছে নয়া দিল্লীর সরকার। এরফলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভূ-উপরস্থ পানির সেচ প্রকল্প তিস্তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকেই পানি প্রবাহ কমে যায় মাত্র ৩০০ থেকে ৪০০ কিউসেক পানি তিস্তা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়।[৭৭] এরফলে একশ কিলোমিটারের বেশি তিস্তা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। তিস্তার এই মরুকরণ মহাবিপর্যয় হয়ে এসেছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের জীবনে। তিস্তা নদীর সেচ প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুরের কৃষক। পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভিন্ন তিস্তা নদীর পানি ভারত একতরফাভাবে প্রত্যাহার করায় পরিবেশের ওপর নেমে এসেছে এই বিপর্যয়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এরমধ্যে তিস্তা নদীটি ৩৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই নদীটি ভারতের সিকিম হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলা দিয়ে প্রবেশ করেছে। নদীটির ১১৭ কিলোমিটার বাংলাদেশে বয়ে গেছে আর বাকি ২৪৯ কিলেমিটার ভারতের সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে বয়ে গেছে।[৭৮] উল্লেখ্য, ভারত সরকার ১৯৭৫ সালে গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা ব্যারেজ চালু করে বাংলাদেশের নদী প্রবাহে প্রথম আঘাত হানে এবং এর প্রবাহের একটি বিরাট অংশ প্রত্যাহার করে ভারতের ভাগিরথী নদীতে চালান করে দেয়।[৭৯]

৯৭. *অধিকার* এই ক্ষেত্রে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এবং পরিবেশবাদীদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিতে আহবান জানাচ্ছে।

---

[৭৭] যায়যায়দিন, ১৮ মার্চ ২০১৪

[৭৮] মানবজমিন, ২২ এপ্রিল ২০১৪ এবং যায়যায় দিন, ১৮ মার্চ ২০১৪

[৭৯] আমাদের বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফের মানবাধিকার লংঘন

৯৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে বিএসএফ ১৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে। এদের মধ্যে নয়জন গুলিতে, চারজন নির্যাতিত হয়ে ও একজন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ'র ধাওয়া খেয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছেন। এছাড়াও ২৩ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৮ জন বিএসএফ'র গুলিতে এবং পাঁচজন নির্যাতনে আহত হয়েছেন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ৫৯ জন বাংলাদেশী।

৯৯. গত ২ জানুয়ারি রাতে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ধবলগুড়ি সীমান্তে ৮৭২ নম্বর মেইন পিলারের কাছ থেকে আবদুল ওয়াহাব মিয়া (৪৫) নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা সীমান্তের ভারতীয় অধিবাসীরা ধাওয়া করে ধরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর হাতে তুলে দেয়। এরপর বিএসএফ ও ভারতীয় অধিবাসীদের পিটুনিতে তাঁর মৃত্যু হয়।[৮০]

১০০. গত ১৯ মে ভোরে যশোরের শার্শা উপজেলার পুটখালী সীমান্তে সিরাজুল ইসলাম (৪০) নামের এক বাংলাদেশীকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে বিএসএফ। গত ১৮ মে আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টায় সিরাজুল কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুটখালী সীমান্ত দিয়ে ভারতে যান। এরপর গরু নিয়ে ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে। এই সময় সিরাজুলকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে আংরাইল ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।[৮১]

১০১. গত ৮ জুন যশোর জেলার বেনাপোল অগ্রভুলোট সীমান্ত দিয়ে একদল গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে দেশে ফেরার সময় ভারতের ঝাউডাংগা বিএসএফ ক্যাম্পের টহলদল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে পারভেজ (২১) নামে এক গরু ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হন। পরে অন্য গরু ব্যবসায়ীরা গুলিবিদ্ধ পারভেজকে দেশে আনার পথে তিনি মারা যান।[৮২]

১০২. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি, ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন

---

[৮০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাট জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৮১] আমার দেশ অনলাইন রিপোর্ট, ২০ মে ২০১৪

[৮২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরজেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ইনকিলাব ৯ জুন ২০১৪

সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের মানবাধিকার লংঘন

১০৩. গত ২৮ মে ২০১৪ সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি সীমান্তের পাইনছড়িতে সদ্য স্থাপিত বিওপি ক্যাম্পের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা যখন নিয়মিত টহলে বের হয়ে দোছড়ি ও তেছরি খালের সংযোগস্থলে পৌঁছান তখন মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)র সদস্যরা তাঁদের ওপর অতর্কিত গুলি ছোঁড়ে। এই সময় বিজিবি'র নায়েক সুবেদার মিজানুর রহমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী পুলিশ (বিজিপি)র সদস্যরা জাতিসংঘ কনভেনশন অমান্য করে অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে নিহত সুবেদার মিজানুর রহমানের লাশসহ তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। এরপর নিহত মিজানুর রহমানের লাশ ফেরত নিতে সীমান্তের ৫০ নম্বর পিলারের পাশে সাদা পতাকা হাতে অবস্থান নেয় বিজিবি। গত ৩০ মে দুপুর আনুমানিক ৩ টায় মিয়ানমারের বিজিপির পক্ষ থেকে ৫২ নম্বর পিলারের কাছে লাশ ফেরত দেয়ার কথা জানানো হয়। এরপর বিজিবি'র সদস্যরা ৫২ নম্বর পিলারের দিকে রওনা হলে মিয়ানমারের বিজিপি'র সদস্যরা বাংলাদেশের বিজিবি সদস্যদের ওপর আবারো গুলিবর্ষণ শুরু করে।[৮৩]

১০৪. উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের শেষের দিকে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎকালীন নাসাকা বাহিনী বাংলাদেশের ঘুনধুমের রেজু ফাত্রাঝিরির বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে এক বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে অস্ত্র-গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সময় সীমান্তে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে এবং এরই সূত্র ধরে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক মিয়ানমারে ব্যাপকভাবে নিপীড়নের শিকার হয় এবং বাংলাদেশে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে।

শ্রমিকদের অধিকার

তৈরি পোশাক শিল্প

১০৫. প্রায়ই তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে । মূলত: স্বল্প মজুরী, মজুরী না পাওয়া বা মজুরী বৃদ্ধির দাবিতেই সংঘর্ষগুলো ঘটছে। বাংলাদেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০৬. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ২৫৯ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে আহত, ৮১ জন গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের হাতে আহত, ১৩৫ জন আগুন লাগার কারণে

[৮৩] নয়া দিগন্ত, ৩১ মে ২০১৪

হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়ে ও অন্যান্য কারণে আহত হয়েছেন এবং ৩২ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে।

১০৭. গত ৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম ইপিজেডে সেকশান সেভেন লিঃ ও সেকশান সেভেন এপারেলস লিঃ নামের দুটি পোশাক কারখানায় বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে চারজন গুলিবিদ্ধসহ ২০ জন আহত হন। শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামোর আওতায় তাঁদের বেতন দেয়ার কথা ছিল। বেতন বাড়ানোর অজুহাতে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশী কাজও আদায় করেছিলো সেই সময়ে। কিন্তু এরপরও বেতন না বাড়ায় এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সদুত্তর দিতে না পারায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার বাইরে অবস্থান নেন। এর ফলে কারখানা কর্তৃপক্ষ ভেতর থেকে কারখানার ফটক বন্ধ করে দিলে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং ভাংচুর চালান।[৮৪]

১০৮. গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারের জিনজিরা এলাকায় সিপিএম কম্পোজিট নিটওয়্যার লিমিটেড নামে একটি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে। এই সময় শ্রমিকরা কারখানা ভাংচুর ও সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ১১ জন গুলিবিদ্ধসহ শতাধিক শ্রমিক আহত হন। শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, তাঁদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। দফায় দফায় তারিখ দেয়া হলেও বেতন দেয়া হয়নি। এরমধ্যে কারখানা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।[৮৫]

১০৯. ঢাকা মহানগরীর পল্লবী থানার হাজী কুদরত আলী সুপার মার্কেটে সফটেক্স-১ ও সফটেক্স-২ নামে দুটি গার্মেন্টস্ কারখানার শ্রমিকরা কাজ করার পর ৬ মার্চ সাপ্তাহিক ছুটি পান। ছুটি শেষে গত ৭ মার্চ সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে গার্মেন্টস্ কারখানার প্রধান ফটকে তালা ঝুলতে দেখেন। গেটের ভেতরে দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মীরা শ্রমিকদের জানান,ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের জন্য মালিক পক্ষের নির্দেশে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এইসময় উত্তেজিত শ্রমিকরা তালা ভেঙ্গে কারখানার ভেতরে ঢুকতে চাইলে নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁদেরকে বাধা দেয়। পরে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। ৭ মার্চের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৮ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে নটায় সফটেক্স গার্মেন্টস্ কারখানার কয়েকশ শ্রমিক কুদরত আলী সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন এবং বিনা নোটিশে গার্মেন্টস্ কারখানার বন্ধের বিরুদ্ধে ও তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁরা পল্লবীর প্রধান সড়ক অবরোধ ও পল্লবী-গুলিস্থান রুটের বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। শ্রমিক বিক্ষোভের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার অন্যান্য গার্মেন্টস্ কারখানার শ্রমিকরাও সফটেক্স গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেন। এক পর্যায়ে পুলিশ এসে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ, ফাঁকা গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় দশজন আহত হন।[৮৬]

[৮৪] দৈনিক প্রথম আলো, ০৫/০১/২০১৪
[৮৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৮৬] মানবজমিন ৯ মার্চ ২০১৪

১১০. গত ৫ মে ঢাকা জেলার সাভার পৌর এলাকায় প্রোভাটেক্স এ্যাপারেলস্ লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-আরিচা সড়ক অবরোধ করে। এই খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের অবরোধ উঠিয়ে নিতে বলে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বেতন না নিয়ে মহাসড়ক ছাড়বে না বলে ঘোষণা দিলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠি চার্জ করে। এই ঘটনায় ১৫ জন শ্রমিক আহত হন।[৮৭]

১১১. গত ১৬ জুন নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ অ্যরন্ড স্টার সোয়েটার কারখানা শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক পক্ষের লোকজনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। শ্রমিকরা জানান, মে মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ, নিয়মিত ওভারটাইম ও বোনাস দেয়াসহ তাঁদের ছয় দফা দাবি কোনোটিই মালিক পক্ষ পূরণ না করায় তাঁরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং ঢাকা- সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।[৮৮]

১১২. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। এই শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং শিল্প কারখানাগুলো পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

১১৩. নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেই চলেছে। জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে উলেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিক্টিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

যৌতুক সহিংসতা

১১৪. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ১০৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫৭ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৪২ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়কালে চারজন যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন।

১১৫. গত ১০ এপ্রিল ভোরে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার রানীরহাট এলাকায় যৌতুক না দেয়ার কারনে ঘুমন্ত অবস্থায় গৃহবধু রোজি আক্তারের গায়ে তাঁর স্বামী জয়নাল আবেদীন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গত ১৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ৪ দিন যন্ত্রণাভোগের পর রোজি আক্তার মারা যান। পুলিশ জয়নাল আবেদিনকে গ্রেপ্তার করেছে।[৮৯]

---

[৮৭] মানবজমিন, ৫ মে ২০১৪

[৮৮] যুগান্তর ১৭ জুন ২০১৪

[৮৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

১১৬. গত ৪ মে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার শালিখা পূর্বপাড়া গ্রামে আঁখি বেগম (২২) নামের এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী আকরাম মণ্ডল যৌতুকের দাবিতে পিটিয়ে হত্যা করে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে আঁখির পিতা তিনজনকে আসামি করে সোনাতলা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।[৯০]

১১৭. গত ১৩ মে নওগাঁ সদর উপজেলার চকরামপুর গ্রামে যৌতুকের দাবিতে সম্পা বেগম (২২) নামের এক গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে তাঁর স্বামী বিপ্লব হোসেন। এতে সম্পা বেগমের শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে গেছে। আশংকাজনক অবস্থায় প্রতিবেশীরা গৃহবধূকে উদ্ধার করে নওগাঁ সদর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় সম্পার বাবা ইসমাইল হোসেন বাদি হয়ে ৭ জনকে আসামি করে নওগাঁ সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ আজাহার ও গিট্টু নামের দুইজন এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।[৯১]

ধর্ষণ

১১৮. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে মোট ২৮৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১০২ জন নারী, ১৬৭ জন মেয়ে শিশু এবং ২০ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১০২ জন নারীর মধ্যে ১২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৪৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং চারজন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ১৬৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৪৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং একজন জন শিশু আত্মহত্যা করেছে। এছাড়াও ৩১ নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১১৯. গত ২৪ মার্চ রাতে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণের কলাদী এলাকায় এক গৃহবধু (২২) কে গণধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ বাদি হয়ে পাঁচ ধর্ষক দক্ষিণ পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন মোহাম্মদ কচি, পট্টি বাবু, লাল শরিফ, তৌসিফ এবং জামাল প্রধানিয়ার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পর পুলিশ হোসাইন মোহাম্মদ কচিকে আটক করে। কচিকে আটক করায় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা মতলব পৌর এলাকায় কয়েকটি স্কুটার ভাংচুর করে ও দোকানপাটে হামলার চেষ্টা চালায়।[৯২]

১২০. গত ১৫ এপ্রিল সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থেকে আসা এক কিশোরী খুলনার জিরো পয়েন্টে বরিশাল থেকে বাসে করে তাঁর মা আসবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ হলে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি রাত পর্যন্ত খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশেই অপেক্ষা করছিলেন। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় পাশের খাবার হোটেল থেকে হোটেলের মালিক শহিদুলের স্ত্রী মাজেদা (৪২) তাঁর কাছে এসে রাতে আশ্রয় দেয়ার কথা বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর গভীর রাতে হোটেল মালিক শহিদুল ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় কিশোরী বাদি হয়ে লবনচরা

[৯০] দি ডেইলি স্টার, ৬ মে ২০১৪

[৯১] মানবজমিন ও ইত্তেফাক, ১৪ মে ২০১৪

[৯২]ডেইলি স্টার, ২৬ মার্চ ২০১৪/ প্রথম আলো, ২৬ মার্চ ২০১৪

থানায় শহিদুল ও তাঁর স্ত্রী মাজেদাকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ধর্ষক শহিদুলকে আটক করে।[৯৩]

১২১. গত ১০ মে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার রতনপুর গ্রামে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। জানা যায়, সখীপুরের বেড়াবাড়ি গ্রামের ওই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়েটি তাঁর মামার বাড়ি হাতিবান্ধা থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে প্রথমে চার দুর্বৃত্ত হাতিবান্ধা এলাকার একটি জঙ্গলে নিয়ে তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরে তাঁকে রতনপুর এলাকার অপর চার দুর্বৃত্তের হাতে তুলে দিলে তারাও তাঁকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে মেয়ের চাচা গত ১৩ মে বাদি হয়ে সখীপুর থানায় ৮ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন। পুলিশ অভিযুক্ত রামপ্রসাদ, আলম মিয়া ও পলাশ নামের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।[৯৪]

১২২. গত ৫ জুন ঢাকা জেলার সাভারে রানা প্লাজা ধসে পড়ার ঘটনায় আহত এক নারী পোশাক শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা দেয়ার কথা বলে মোবাইলফোনে ডেকে নিয়ে শাহাবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে।[৯৫]

যৌন হয়রানী

১২৩. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে মোট ১১৪ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে তিনজন নিহত, ১৭ জন আহত, চারজন লাঞ্ছিত, পাঁচজন অপহৃত, আটজন আত্মহত্যা ও ৭৭ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে যথাক্রমে তিনজন পুরুষ নিহত, ১৭ জন পুরুষ আহত ও চারজন নারী আহত হয়েছেন।

১২৪. গত ৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী শহরের সুজাপুর গ্রামের সাবরিনা ইয়াসমিন ইভা (১৫) নামে এক কিশোরী গোপনে ধারণ করা তাঁর ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে এসএমএসে হুমকি পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[৯৬]

১২৫. গত ১৫ এপ্রিল ঢাকার পল্লবীর বাউনিয়াবাঁদ টিনশেড কলোনী এলাকায় পল্লবী থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা এবং তার সহযোগী রাকিব, সাহাবুদ্দিন ও জুয়েল মাদ্রাসা ছাত্রী জামেনা আক্তার (১৫) কে তাঁর মাদ্রাসার সামনে অশ্লীল কথা বলে উক্ত্যক্ত করে। এই ঘটনার ফলে এদিন বিকেলেই জামেনা আক্তার আত্মহত্যা করেন।[৯৭]

১২৬. গত ২২ জুন ২০১৪ খুলনা শহরে ছোট বোনকে উক্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় কলেজ ছাত্র রুবেলকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মী আবুবকর সিদ্দিকী ছুড়িকাঘাত করে হত্যা করে।[৯৮]

---

[৯৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৯৪] মানাবজমিন, ১৪ মে ২০১৪
[৯৫] প্রথম আলো ৯ জুন ২০১৪
[৯৬] নয়াদিগন্ত, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৯৭] ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ২০১৪
[৯৮] নিউএজ ২৩ জুন ২০১৪

১২৭. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* অবিলম্বে নারীর প্রতি সহিংসতাকারীদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

এসিড সহিংসতা

১২৮. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ২৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৬ জন নারী, পাঁচজন পুরুষ, তিনজন বালিকা এবং একজন বালক।

১২৯. গত ১০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার পৌর এলাকার চরিয়াকোনা গ্রামে মজনু মিয়ার স্ত্রী মদিনা বেগম (৪৩) কে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মোহাম্মদ ও তার ছেলে নবী হোসেন ঘরের জানালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এসিড নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় কটিয়াদী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।[৯৯]

১৩০. গত ১২ মার্চ রাত আনুমানিক সাড়ে আটটায় বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার থানাসংলগ্ন বিআরটিসি বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় ব্যবসায়ী রুস্তম আলীর বাসার দরজায় বোরখা পড়া অজ্ঞাত এক দুর্বৃত্ত ধাক্কা দেয়। রুস্তম আলীর বড় মেয়ে ফারজানা দরজা খুললে ঐ দুবৃর্ত্ত সিরিঞ্জ দিয়ে এসিড ছুঁড়ে মারে। এই সময় ফারজানা হাত দিয়ে তাঁর চোখ রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল, দুই হাতের কবজিসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ অ্যাসিডে ঝলসে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে মা ও ছোট বোন এগিয়ে আসলে তাঁদের ওপরও এসিড ছোঁড়া হয়।[১০০]

১৩১. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

১৩২. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[১০১] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি

[৯৯] মানবজমিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এবং স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[১০০] প্রথম আলো ১৫ মার্চ ২০১৪

[১০১] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

১৩৩. *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-জুন ২০১৪*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৭	৬৬
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	২	২	৭
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	০	৩০
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	১	০	১	১	৫
	মোট	৩৯	১৭	১৫	১৮	৯	১০	১০৮
গুম		১	৭	২	১৮	০	০	২৮
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	৪	১৪
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১০	২৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫	৫৯
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	৪	২৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	০	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	২	৫০
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	১	৯
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	০	১৮
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	১	৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১৩	১৩২
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	২৩৮	৫২২৪
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৩০	১১১
ধর্ষণ		৩৯	৫০	৪০	৫৬	৬৩	৪১	২৮৯
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১২	১১৪
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৫	৬	৪	২৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৬	৬৩
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০	০
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	১১৫	৪৭৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ১৯ টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

২. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে আটক এবং নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে হবে এবং এই ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। অধিকার অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ২০, ২০০৬ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৩. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দায়মুক্তি রোধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. রাজনৈতিক সহিংসতা এবং দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সহিংসতা বন্ধে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে এসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. অবিলম্বে মিরপুরের উর্দুভাষী ক্যাম্পে বসবাসকারীদের ওপর হামলার ঘটনায় একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরেপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৬. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু,তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. সভা-সমাবেশে বাধা দেয়া যাবে না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৮. সংবাদ মাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। কারাগারে বন্দি অসুস্থ আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। আমার দেশ, দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। সাংবাদিকদের হুমকি ও তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৯. মানবাধিকার সংগঠনসহ বেসরকারী সংস্থাগুলোকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র প্রস্তাবিত বিল সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে এবং মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা চলবে না।

১০. *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সরকারের প্রতি তহবিল ছাড় দেয়ার আহবান জানাচ্ছে।

১১. ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ও মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিপি'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানানো এবং ভিকটিম পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে ভারত ও মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত ও বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ও দোষীদের বিচার ও শাস্তির জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারকে আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক ফোরামে সোচ্চার হতে হবে। ভারতের কাছ থেকে ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য প্রাপ্যতার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

১২. শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকদের বেতনভাতা বকেয়া রাখাসহ শিল্প পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে শ্রমিকদের লাঞ্ছনা বন্ধ করতে হবে।

১৩. নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় অধিকাংশ অপরাধীর বিচার না হওয়ায় ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে অবশ্যই অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে ও সর্বস্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১৫. *অধিকার* এর ওপর থেকে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।